দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

প্রত্যাশিত গ্রন্থনীতির প্রেক্ষিতে আশা ও কিছু প্রস্তাব

জুবাইদা গুলশান আরা

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ঘ। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত বইয়ের ভাষার অনাবশ্যক জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতা দূর করার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পাঠ্য পুস্তককে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া দরকার।

ঙ। বাজারে প্রচলিত অসংখ্য গাইড বই আছে। তার সবগুলোই শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এসব বইয়ে বহু ভুল তথ্য, ছাপা ও বানানের ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এসব পুস্তক সম্পর্কেও সতর্ক দৃষ্টি দেয়া দরকার।

চ। বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকগুলির পদ্ধতিগত দিকে সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য রেখে বাস্তবসম্মতভাবে পরিমার্জিত পদ্ধতিতে ছাত্র-শিক্ষকের বোধগম্য করে প্রকাশ করা হোক।

৩। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

এই স্তরে বিষয়-বৈচিত্র্য, প্রাচীন ঐতিহ্য, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বর্তমান বাস্তব পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে অত্যন্ত উচ্চ মানসম্পন্ন পাঠ্যসূচী দেয়ার সম্ভাবনা আছে। সেখানে প্রবীণ, নবীন সব লেখকদের লেখা নিয়ে কয়েক বছর পর পর নিয়মিতভাবে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করা চলতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যিকের একই রচনা বার বার অন্তর্ভুক্ত হলে তার মূল্যায়নও সঠিক হয় না। এছাড়া পাঠ্যসূচীতে বর্তমানকালের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলী সম্বলিত রচনা থাকা প্রয়োজন আছে। এভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজের দেশের গুণী-জ্ঞানী লেখকদের জানতে পারবে। দেশ সম্পর্কেও সচেতন হবে।

(খ) বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিষয়ে কয়েকটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দিলে সাধ্যাতিরিক্তসংখ্যক বিষয় সীমিত সময়ে গলধঃকরণ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা রেহাই পাবে।

(গ) একটি বা দু'টি বা তিনটি বিষয়ে তার শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হবে। অনাবশ্যক বিশাল আকারের বই প্রকাশের প্রয়োজন হবে না।

(ঘ) অন্যান্য বিষয় যথা— ইংরেজী, বাংলা, সম্পর্কে তাদের অবহেলা কমে যাবে।

৪। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর— (ক) বাংলা বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে কবিতার সংখ্যা কমানো হয়েছে। পূর্ব পদ্ধতি অনুযায়ী কবিতা প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিন ভাগে ভাগ করে দিলে শিক্ষার্থীদের চিন্তার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। এক্ষেত্রে আধুনিক কবিতার সংখ্যা কমিয়ে প্রাচীন আধুনিক ও মধ্যযুগ থেকে সমানসংখ্যক কবিতা বাছাই করা সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে।

(খ) ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি নীতি-নির্ধারক ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন আছে।

(গ) সপ্রশংস বাংলা একাডেমী একটি বাংলা অভিধান প্রণয়ন করে বিদ্যার্থী ও আগ্রহী মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ব্যাকরণ বই বা বানান রীতি সম্পর্কিত পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে এবং তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে একইভাবে আস্থা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এতে করে (ক) পরমুখাপেক্ষিতা ও বিভ্রান্তি দূর হবে। (খ) বিজ্ঞানভিত্তিক পুস্তক প্রণয়নে এটি সম্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তা সম্ভব।

এই আলোচনা ও সুপারিশের মধ্যদিয়ে আমি যা বলতে চেষ্টা করেছি, তা বহু শিক্ষার্থী, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং যারা নানাভাবে শিক্ষাদান কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত আছেন তাদের চিন্তাধারা ও তাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা প্রসূত। স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ এবং প্রেরণা সৃষ্টির মধ্যদিয়ে গতিশীল পৃথিবীর সঙ্গে চলবার ক্ষেত্রে আমাদের প্রকাশনার জগত কতটা অবদান রাখতে পারছে, কতটা কার্যকরী হচ্ছে, তাদের সে প্রয়াস? এই দিকগুলো চিন্তা করে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ একাডেমিক দিক থেকে চিন্তা করে তৈরী করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যে গ্রন্থ নীতির দিকে আমরা আশান্বিতভাবে তাকিয়ে আছি, তা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হবে এটাই আশা রাখছি। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের ভিত্তি গঠনে, তাদেরকে জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলায় উন্নত ও মানসম্মত প্রকাশনা সচেতন মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে বলেই বিশ্বাস রাখি।